বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (CC-II, SEM-I)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম কে লিখেছেন?

উত্তর। পণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কোন্‌টি?

উত্তর। খ্রিঃ ৯০০-১২০০-এর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম নির্দশন।

৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—একে ইতিহাস বলার কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের চলমান ধারা পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ থাকে এজন্যই একে ইতিহাস রূপে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সাহিত্যের ধারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিবিম্বিত করেন।

৪। চর্যাপদ বাংলা ভাষায় লেখা — প্রথম প্রমাণ কে করেন?

উত্তর। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম প্রমাণ করেন চর্যাপদ সৃজ্যমান বাংলা ভাষায় লেখা।

৫। চর্যার পদকর্তা কতজন? প্রথম পদকর্তার নাম লেখ।

উত্তর। চর্যার তেইশজন (২৩) পদকর্তা রয়েছে। যদিও মতান্তরে চব্বিশ জন (২৪) পদকর্তার কথা জানা যায়। প্রথম পদকর্তা হলেন লুইপাদ।

৬। কয়েকজন পদকর্তার নামোল্লেখ করে, সবচেয়ে বেশি পদ কে লিখেছেন তার নাম বল।

উত্তর। চর্যার পদকর্তাগণ হলেন— ডোম্বিপা, শবরপা, সরহপা, কুক্কুরীপা, ঢেন্ডনপা, কাহ্নপা প্রমুখ। সবচেয়ে বেশি তেরটি (১৩) পদ লিখেছেন কাহ্নপা।

৭। এশিয়াটিক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর প্রথম বাঙালি সদস্য কে ছিলেন?

উত্তর। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম বাঙালি সদস্য হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

৮। চর্যাপদ কবে, কোন্ স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়।

উত্তর। নেপালের রাজদরবার থেকে ১৯০৭ সালে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়।

৯। চর্যাপদের পুঁথি কবে, কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ প্রকাশিত হয়।

১০। চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা কত?

উত্তর। চর্যাপদে পঞ্চাশটি পদ রয়েছে, তবে তার মধ্যে সাড়ে তিন ($৩\frac{১}{২}$)টি পদ পাওয়া যায়নি।

১১। চর্যার আবিষ্কার কে করেন? প্রথমাবস্থায় এটি কী নামে প্রকাশ পায়?

উত্তর। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার পুঁথি আবিষ্কার করেন। এটি প্রকাশিত হয়- হাজার বছরের পুরান প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা নামে।

১২। চর্যাপদের আর কোন্ কোন্ নাম পাওয়া যায়?

উত্তর। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পুঁথিটির নাম দিয়েছিলেন—আশ্চর্য চর্যাচয়, বিমানবিহারী মজুমদার-এর মতে গ্রন্থটির নাম 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়'। পরবর্তী গবেষণায় জানা যায় এর প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ'। তবে আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রদত্ত 'চর্যাপদ' নামটিই বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছে।

১৩। চর্যাপদ কোন্ ভাষায় লেখা?

উত্তর। চর্যাপদ বাংলা ভাষায় লেখা, তা সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন বর্তমান সময়ের বাংলা ভাষার মতো চর্যার ভাষা নয়। মাগধী অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ করে সৃজ্যমান বাংলায় লেখা হয়েছিল চর্যাপদ। যদিও সেই বাংলায় অন্যান্য অনেক ভাষার মিশ্রণ রয়েছে।

১৪। চর্যাপদের পুঁথির সঙ্গে আর কোন্ কোন্ পুঁথি আবিষ্কৃত হয়?

উত্তর। সরহপাদের দোঁহা, অদ্বয়বজ্রের দোঁহা, আচার্যপাদের মেখলা, ডাকার্ণব প্রভৃতি।

১৫। চর্যাপদের ভাষা সান্ধ্য কেন?

উত্তর। চর্যার ভাষা কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না, তাই তা আলো আঁধারী তথা সান্ধ্য ভাষারূপে পরিচিত।

১৬। চর্যাপদ প্রকৃতপক্ষে কী?

উত্তর। চর্যাপদ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় সাধনসংগীত, একারণেই পদকর্তাগণ আলো আঁধারী ভাষায় একে উপস্থাপিত করেছেন। এর গুহ্যতত্ত্ব সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করুক, পদকর্তাগণ এমনটি হয়তো চাইতেন না। স্বাভাবিকভাবেই রহস্যাবৃত-এর ধর্মীয়তত্ত্ব।

১৭। চর্যাপদে কয়টি নাড়ী ও কয়টি চক্র রয়েছে?

উত্তর। তিনটি নাড়ী— ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না।

চারটি চক্র— নাভিপদ্মে অবস্থিত- নির্মাণ চক্র

উদরে অবস্থিত— ধর্ম চক্র

কণ্ঠে অবস্থিত— সম্ভোগ চক্র

মস্তিষ্কে অবস্থিত— সহজ/বিশুদ্ধ চক্র।

১৮। চর্যাপদে বর্ণিত আনন্দ কয়প্রকার?

উত্তর। আনন্দ চারপ্রকার— আনন্দ-নাভি-নির্মাণচক্র

বীরমানন্দ—উদর—ধর্মচক্র

পরমানন্দ—কণ্ঠে—সম্ভোগচক্র

সহজানন্দ—মস্তিষ্কে—সহজচক্র।

১৯। চর্যাপদ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লেখা—যুক্তি দাও।

উত্তর। চর্যার প্রথম পদকর্তা লুইপাদ এবং অতীশ দীপঙ্কর ১০৫৫ সালে 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম পদকর্তা লুইপাদ-এর সময়সীমা অনুমান করে নিয়ে স্পষ্টতই বলা যায় চর্যাপদ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা।

২০। চর্যাপদ নিয়ে আলোচনা/গবেষণা করেছেন এমন এক অবাঙালির নাম লেখ।

উত্তর। রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

২১। চর্যাপদের একজন টীকাকারের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর। চর্যার এক টীকাকার হলেন মুনি দত্ত।

২২। নবচর্যাপদ কবে, কোথা থেকে, কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর। ১৯৮৯ সালে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নবচর্যাপদ প্রকাশিত হয়।

২৩। টীকা লেখ— সান্ধ্যভাষা।

উত্তর। চর্যাপদ মুখ্যত ধর্মীয় সাধনসংগীত। এর সাধনপদ্ধতি অতি সহজ ও সরল নয়। যাঁরা সাধনসিদ্ধ তাঁরা যেভাবে তা আয়ত্ত করেছেন, সাধারণ মানুষ সেভাবে পারেন

নি। আসলে বৃহত্তর মানুষের কাছে এই সাধনরীতিকে আড়ালে রাখার জন্য সিদ্ধাচার্যগণ সান্ধ্যভাষায় তা রচনা করেছেন। কোনো কোনো তাত্ত্বিক একে 'সান্ধ্যভাষা' রূপে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ যার কিছুটা বোঝা যায়, এবং কিছুটা বোঝা যায় না। আবিষ্কর্তা এবং সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এসম্পর্কে বলেছেন— 'সন্ধ্যার নৈসর্গিক অস্পষ্টতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।' প্রথমপর্বে সন্ধা রূপে তা পরিচিত ছিল, পরবর্তী পর্বে তা সন্ধ্যা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ যে ভাষার গূঢ় অর্থ সম্যক ধ্যানযোগে অনুভব করতে হয়।

২৪। চর্যাপদের ছন্দ এবং অলংকার কিরূপ ছিল?

উত্তর। চর্যাপদের মধ্যে চৌপাই এবং পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি পদকর্তাগণ নিজস্ব অনুভবকে প্রকাশ করার জন্য উপমা রূপক প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

২৫। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে চর্যাপদ কবে রচিত হয়?

উত্তর। চর্যাপদ বাংলা ভাষায় লেখা, এটি প্রথম প্রমাণ করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে পুঁথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অন্তত দেড়শো (১৫০) বছর পূর্বের লেখা। সুকুমার সেন মনে করেন চর্যাপদ একাদশ শতাব্দীতে রচিত। কোনো কোনো তাত্ত্বিকের মতে চর্যাপদের রচনা অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্বে। অতীশ দীপঙ্কর এবং চর্যাপদের প্রথম পদকর্তা লুইপাদ ১০৫৫-এ 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ থেকে অনুমিত হয় চর্যাপদ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্বে রচিত।

২৬। চর্যাপদের সাধনপদ্ধতি উল্লেখ কর।

উত্তর। চর্যাপদ প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় সাধনসংগীত। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অনেকটাই তন্ত্র সাধনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। সাধকেরা বোধি তথা মহাসুখ, মহাসুহ কামনা করেন। তাঁরা মনে করেন প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা এবং উপায়রূপিণী করুণাকে সংযুক্ত করতে পারলে মহাসুখ লাভ হয়। এজন্য তারা মানব শরীরে চারটি চক্রের কথা বলেছেন। যথা- নাভিতে অবস্থিত নির্মাণচক্র, উদরে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগ চক্র, মস্তিষ্কে মহাসুখ চক্র অবস্থিত। এপ্রসঙ্গে তাঁরা ত্রি-নাড়ীর কথা বলেছেন। বামগা নাড়ী প্রজ্ঞারূপিণী, দক্ষিণগা নাড়ী উপায়রূপিণীর মাধ্যমে, মধ্যমা নাড়ী অবধূতিকাকে জাগ্রত করতে পারলে চরমতম আনন্দ লাভ করা যায়। নির্মাণ চক্র থেকে বোধিচিত্তকে উর্ধ্বমুখী করে হৃদয়স্থিত, সম্ভোগচক্র এবং মস্তিষ্কে সহজচক্রে প্রেরণ করতে পারলে চরম আনন্দ লাভ করা যায়। অর্থাৎ আনন্দকে পরমানন্দ-বীরমানন্দ ও সহজানন্দে প্রতিস্থাপিত করতে পারলে পরমজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়; তখন স্বাভাবিকভাবেই সাধক জীবের মঙ্গলের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

২৭। চর্যাপদ সাহিত্যরসসিক্ত — আলোচনা কর।

উত্তর। চর্যাপদ সাধনসংগীত হলেও, সমাজ-দেশ-কাল-সংস্কৃতি-জীবনচর্চা-জীবনচর্যা,

সংস্কার-বিশ্বাস-লোকাচার, সংগীত, নৃত্য, নাটকাদি, দিনানুদৈনিক জীবনের নানান প্রতিচ্ছবি এখানে পাওয়া যায়। সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। স্বাভাবিকভাবেই চর্যাপদের সাহিত্যরসকে উপেক্ষা করা যায় না।

সৃজ্যমান বাংলার প্রকীর্ণ নিদর্শন

২৮। বেণীসংহার ও গীতগোবিন্দ কাদের রচনা?

উত্তর। বেণীসংহার-এর রচয়িতা ভট্টনারায়ণ, জয়দেব-এর রচনা গীতগোবিন্দম।

২৯। রামচরিত ও রামচরিতমানস-এর রচয়িতা কারা?

উত্তর। রামচরিত লিখেছেন সন্ধ্যাকর নন্দী, দ্বিতীয় গ্রন্থটির প্রণেতা তুলসী দাস।

৩০। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'কীচকবধ' কারা লিখেছেন?

উত্তর। সদুক্তিকর্ণামৃত-এর রচয়িতা শ্রীধর দাস (সংকলিত)। নীতিবর্মা লেখেন কীচকবধ।

৩১। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে কাদের শ্লোক সংযুক্ত হয়েছে?

উত্তর। ধোয়ীর কুড়িটি শ্লোক (২০), উমাপতি ধর-এর ৯১ টি শ্লোক যুক্ত হয়েছে।

৩২। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-এর প্রণেতা কে? গ্রন্থটি কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর। বিদ্যাধর রচনা করেন কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। অনুমান করা হয় গ্রন্থটি নেপালে পাওয়া গিয়েছে। S.W. THOMUS -এটি সম্পাদনা করেন।

৩৩। কবীন্দ্রসমুচ্চয় নামটি কে দিয়েছিলেন?

উত্তর। শ্লোকটির সংকেত নির্ণয় করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এরূপ নাম দিয়েছিলেন। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে গ্রন্থটি নবরূপে প্রকাশিত হয়। নতুন সংকলনে এর নাম হয় সুভাষিত রত্নকোষ।

৩৪। সৃজ্যমান বাংলার প্রকীর্ণ নিদর্শনগুলির গুরুত্ব নিরূপণ কর।

উত্তর। প্রকীর্ণ নিদর্শনগুলির মাধ্যমে বাঙালির জীবনপ্রীতি, অতিকথনপ্রিয়তা, বাস্তব জীবনবোধ, প্রকৃতিচেতনার পরিচয় মেলে। চর্যাপদ থেকে পরবর্তী বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতে প্রকীর্ণ নিদর্শনগুলির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'-এ প্রেমবিষয়ক যে ক্ষুদ্র কবিতার পরিচয় রয়েছে, তা আধুনিক যুগের গীতিকবিতার উৎস রূপেই চিহ্নিত করা যায়। এই রচনা, বাঙালির সাহিত্য রচনার পূর্বসূত্র রূপে উল্লেখ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

৩৫। আদিমধ্যযুগের সাহিত্যিক দিনর্শন কোন্‌টি?

উত্তর। বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

৩৬। কাব্যটি কবে কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়?

উত্তর। ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর গোয়াল ঘর থেকে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়।

৩৭। পুঁথিটির আবিষ্কর্তা কে?

উত্তর। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩৮। কাব্যটি কবে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকাশ ঘটে।

৩৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃত রচয়িতা কে?

উত্তর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। মধ্যযুগে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, রামী চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়। যদিও তাত্ত্বিকেরা নানান আলোচনার শেষে প্রমাণ করেছেন যে কাব্যটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা।

৪০। কাব্যের খণ্ড সংখ্যা কয়টি? প্রক্ষিপ্ত খণ্ডের নাম লেখ।

উত্তর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তেরটি (১৩) খণ্ড রয়েছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের নাম রাধাবিরহ। এই খণ্ডে, 'খণ্ড' শব্দটি প্রযুক্ত হয় নি।

৪১। খণ্ডগুলির নাম লেখ।

উত্তর। জন্মখণ্ড-তাম্বুলখণ্ড-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড-ভারখণ্ড-ছত্রখণ্ড-বৃন্দাবনখণ্ড-কালীয়দমনখণ্ড-যমুনাখণ্ড-হারখণ্ড-বাণখণ্ড-বংশীখণ্ড-রাধাবিরহ। মনে রাখার সূত্র—

জুতা দাও নৌকা ভারী আছে ছাতা বৃন্দাবনে।
কালযমুনায় হারিয়েছে বাণ-বংশী, তাই রাধাবিরহ মনে।।

৪২। কাব্যটি কোন্ রীতির?

উত্তর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি নাটগীতিমূলক আখ্যানধর্মী কাব্য।

৪৩। কাব্যে যে চিরকুট পাওয়া যায়, সেখানে কী নাম ছিল?

উত্তর। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

৪৪। কাব্যটি আবিষ্কারের পর বাংলা সাহিত্যে কোন্ সমস্যা শুরু হয়?

উত্তর। চণ্ডীদাস সমস্যা। মধ্যযুগে একাধিক চণ্ডীদাস থাকায় এই সমস্যা গুরুতর রূপ পেয়ে যায়।

৪৫। পঞ্চবানের নাম লেখ —

উত্তর। সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন।

৪৬। কাব্যের নামকরণ কে করেছিলেন?

উত্তর। অনুমিত হয় পুঁথির সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়, বিদ্বদ্বল্লভ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি দিয়েছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণধামালী প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।

৪৭। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্পর্কে কবি কী বলেছেন?

উত্তর। 'কংস বিনাশিতে হএ, সৃষ্টির কারণে।" পাশাপাশি রাধার জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে—"কাহ্নাঞি সম্ভোগ কারণে"।

৪৮। কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলির নাম লেখ।

উত্তর। শ্রীকৃষ্ণ-রাধা-বড়ায়ি।

৪৯। কাব্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রভাব পড়েছে?

উত্তর। সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ, শাস্ত্র-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এর পাশাপাশি প্রাচীন লোককথার প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

৫০। কাব্যে কতগুলি সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে?

উত্তর। ১৬১ টি শ্লোক রয়েছে।

৫১। কোন্ খণ্ডের শেষের পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি?

উত্তর। শেষ পর্ব—রাধাবিরহ।

৫২। বড়ু চণ্ডীদাস নাম কাব্যে কতবার রয়েছে?

উত্তর। ২৯৮ বার। 'চণ্ডীদাস' নামটি রয়েছে ১০৭ বার।

৫৩। কতগুলি পদ রয়েছে?

উত্তর। ৪১৮ টি। এর মধ্যে ৪০৯ টি পদে কবির নাম রয়েছে।

৫৪। বড়ু ও দ্বিজ শব্দের অর্থ লেখ —

উত্তর। ব্রাহ্মণ। বড়ু এসেছে বটু থেকে।

মঙ্গলকাব্য

৫৫। মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?

উত্তর। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত দেবমাহাত্ম্যমূলক আখ্যানকাব্যের ধারাকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়।

৫৬। বাংলায় প্রথম মঙ্গলকাব্য কোন্‌টি?

উত্তর। প্রথম মঙ্গলকাব্য—'মনসামঙ্গল'। 'প্রথমে রচিলা গীত কানা হরিদত্ত' অর্থাৎ প্রথম মঙ্গল কবি হলেন মনসামঙ্গল প্রণেতা কানা হরি দত্ত।

৫৭। মঙ্গলকাব্যের নাম মঙ্গলকাব্য হয়েছে কেন?

উত্তর। দেবমাহাত্ম্যমূলক এই কাব্য গৃহে রাখলে গৃহস্থের মঙ্গল হবে—এই ভাবনায় মানুষ বিশ্বাসী ছিল। মঙ্গলরাগে এগুলি গীত হত, সর্বোপরি গানগুলি মঙ্গলবারে গাওয়া হত—এই কারণে কাব্য এর নাম মঙ্গলকাব্য, যা হিত তথা মঙ্গলের ইঙ্গিত দেয়।

৫৮। মঙ্গলকাব্যের কয়েকজন কবির নামোল্লেখ কর।

উত্তর। মনসামঙ্গল কাব্য-এর কবিগণ হলেন—কানা হরি দত্ত,বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ।

চণ্ডীমঙ্গল-এর কবিগণ হলেন—মাণিক দত্ত, মুকুন্দ চক্রবর্তী, অকিঞ্চন মিশ্র।

ধর্মমঙ্গল-এর কবিগণ হলেন—ময়ূরভট্ট, ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কবি হলেন—রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র।

৫৯। বিজয়গুপ্ত-এর কাব্যের নামোল্লেখ কর।

উত্তর। বিজয়গুপ্ত-এর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম—পদ্মাপুরাণ।

৬০। বিজয়গুপ্ত আত্মপরিচয়ে কী বলেছেন?

উত্তর। 'পশ্চিম হাঘর নদীর পুর্বে ঘন্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর"।

৬১। মধ্যযুগের কোন্ কবিকে ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীকে ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর কাব্যের কাহিনিনির্মাণ-প্লট, চরিত্র বিশ্লেষণ, ভাষা, এসব কিছুর জন্যই এ ধরনের তুলনা করা হয়েছে।

৬২। লক্‌ই কালুডোম কোন্ মঙ্গলকাব্যের চরিত্র।

উত্তর। ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র এগুলি।

৬৩। রঞ্জাবতী-মহামদ কোন মঙ্গলকাব্যের চরিত্র?

উত্তর। এগুলি ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র।

৬৪। বসুন্ধর-বসুন্ধরা, ব্যাস কোন্ কাব্যের চরিত্র?

উত্তর। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্র।

৬৫। 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই তুলনা করেছেন।

৬৬। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কয়টি অংশ?

উত্তর। 'অন্নদামঙ্গল' তিনটি খণ্ডে বিভাজিত—

(ক) অন্নদামঙ্গল—নূতনমঙ্গল-ধর্মচেতনা।

(খ) মানসিংহপালা—অন্নপূর্ণামঙ্গল-ইতিহাসচেতনা।

(গ) বিদ্যাসুন্দরপালা— কালিকামঙ্গল-প্রেমচেতনা।

৬৭। অন্নদামঙ্গল কাব্যে কোন্ ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে?

উত্তর। তূণক-ত্রোটক-ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে।

৬৮। মঙ্গলকাব্যের বীর চরিত্রগুলির নাম লেখ?

উত্তর। লকাই, কালুডোম (ধর্মমঙ্গল), চাঁদসদাগর (মনসামঙ্গল), কালকেতু (চণ্ডীমঙ্গল) . ব্যাস (অন্নদামঙ্গল)।

৬৯। মঙ্গলকাব্য একক, নাকি এটি কাব্যধারা?

উত্তর। মঙ্গলকাব্যগুলি একক সৃষ্টি নয়, তা কাব্যধারা। কেননা প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যে একাধিক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনিগত দিক থেকেও এদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য লক্ষ করা যায় না।

৭০। দেবতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে—দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর। "পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়।।
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী।।" (চণ্ডীমঙ্গল)

"অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে"—(অন্নদামঙ্গল)

"শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া
কি গুণ বাড়িল তবে ব্যাসেরে ছলিয়া"(অন্নদামঙ্গল)

৭১। মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেছেন?

উত্তর। এযুগে জন্মগ্রহণ করলে তিনি অতি অবশ্যই ঔপন্যাসিক হতে পারতেন।

৭২। অষ্টাদশ শতকের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দুজন কবির নাম লেখ।

উত্তর। অকিঞ্চন মিশ্র, কৃষ্ণজীবন দাস।

৭৩। মুকুন্দকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি কে দিয়েছেন?

উত্তর। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আশ্রয়দাতা রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দিয়েছিলেন।

৭৪। কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম লেখ।

উত্তর। জগন্নাথ মিশ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতার নামও জগন্নাথ মিশ্র। যদিও দুই ব্যক্তি পৃথক।

৭৫। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কত সালে মুদ্রিত হয়?

উত্তর। রামজয়ের সম্পাদনায় ১৮২৩ সালে মুদ্রিত হয় কাব্যটি।

৭৬। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল উল্লেখ কর।

উত্তর। ১৪৯৯ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৪৯৯+৭৮=১৫৭৭ সাল-এর রচনাকাল।

৭৭। মুকুন্দরাম-এর জন্মসন উল্লেখ কর।

উত্তর। "শাকে রস রসবেদ শশাঙ্ক গণিতা,
কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা।"

অর্থাৎ—১৫৪৭ সাল।

৭৮। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান দুই খণ্ডের নাম লেখ।

উত্তর। আখেটিক খণ্ড, বণিক খণ্ড।

৭৯। ধনপতি সদাগরের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম লেখ।

উত্তর। প্রথম স্ত্রীর নাম লহনা, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম খুল্লনা।

৮০। মুকুন্দকে 'কঙ্কন' উপাধি কেন দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর। মুকুন্দ চক্রবর্তী পায়ে কঙ্কণ তথা ঘুঙুর পরে গান করতেন,
একারণে রঘুনাথ রায় তাকে কঙ্কণ উপাধি দিয়েছিলেন।

৮১। ধনপতি সদাগর কোন নগরের বণিক ছিলেন?

উত্তর। শিবের উপাসক ধনপতি উজানি নগরের বণিক ছিলেন।

৮২। 'চণ্ডীমঙ্গল'-কে 'অভয়মঙ্গল' কেন বলা হয়?

উত্তর। চণ্ডী হলেন অরণ্যের দেবী, তিনি অরণ্যের পশু-পাখিদের সর্বদা অভয় দিতেন, একারণেই কাব্যটিকে 'অভয়ামঙ্গল' বলা হয়।

৮৩। ভারতচন্দ্রের কয়েকটি রচনার নামোল্লেখ কর।

উত্তর। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী', 'চণ্ডীনাটক', 'নাগাষ্টক', 'রসমঞ্জরী', 'বিবিধ কবিতাবলী'।

৮৪। কথার তাজমহল কে কাকে বলেছেন?

উত্তর। প্রমথ চৌধুরী, ভারতচন্দ্র সম্পর্কে একথা বলেছেন।

৮৫। যুগসন্ধি/যুগ সংকটের কবি কাকে বলা হয়?

উত্তর। যুগসন্ধির কবি হলেন ঈশ্বরগুপ্ত, যুগসংকটের কবি হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র।

৮৬। মঙ্গলকাব্যের খল চরিত্রের নাম লেখ।

উত্তর। ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল (চণ্ডীমঙ্গল)

৮৭। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে চণ্ডীর পূজা প্রচার কারা করেন?

উত্তর। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর, যিনি কালকেতু নামে মর্ত্যে আসেন এবং ছায়া, যার মর্ত্যে নাম হয় ফুল্লরা। এরাই চণ্ডীর প্রচার করেন।

৮৮। 'নাগরিক কবি' কে কাকে বলেছেন?

উত্তর। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে নাগরিক কবি রূপে সম্বোধন করেছেন।

৮৯। 'রাজার মঙ্গলকর'—কথাটি কোন্ মঙ্গলকাব্যে ধ্বনিত হয়েছে?

উত্তর। ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কথাটি ধ্বনিত হয়েছে।

৯০। 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে'— কথাটি কে, কোথায় বলেছেন?

উত্তর। ভারতচন্দ্র, তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে একথা বলেছেন।

৯১। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর। বাঘ ছাল খসিল উলঙ্গ হৈল হর।
এয়ো গণ বলে ওমা এ কেমন বর।

৯২। অন্নদার কাছে ঈশ্বরী পাটনীর কী প্রার্থনা ছিল?

উত্তর। ঈশ্বরী পাটনী সহজ সরল ভা নিয়ে বাঙালির প্রাথমিক চাহিদাকেই তুলে ধরেছেন দেবী অন্নদার কাছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

৯৩। 'নূতন মঙ্গল' কাকে বলা হয়?

উত্তর। ভারতচন্দ্র তাঁর নিজের কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'কে নূতনমঙ্গল রূপে চিহ্নিত করেছেন। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিকে মান্যতা দিয়েও কবি আধুনিকতা ও মৌলিকতার পরিচয় রেখেছেন। সেকারণেই কাব্যটি নূতন মঙ্গল।

৯৪। কোন্ কোন্ মঙ্গলকাব্যে 'বারোমাস্যা' রয়েছে?

উত্তর। বারো মাসের সুখ-দুঃখের কাহিনি দেবীর কাছে উপস্থাপন করাই হল বারোমাস্যা। মনসামঙ্গল, 'চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যে বারোমাস্যার কাহিনি রয়েছে।

৯৫। মনসার প্রচার করেছেন কারা? অর্থাৎ স্বর্গ থেকে কারা এসেছেন?

উত্তর। অনিরুদ্ধ, উষা মনসার পূজা প্রচার করেছেন।

৯৬। চণ্ডীকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হয় কেন?

উত্তর। মঙ্গল নামক এক অসুরকে দেবী বধ করেছিলেন তাই তাঁকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হয়।

৯৭। কালকেতু ও ফুল্লরার পিতার পরিচয় দাও।

উত্তর। কালকেতুর পিতা ধর্মকেতু ও মাতা নিদয়া। ফুল্লরার পিতা হলেন সঞ্জয়কেতু।

৯৮। ভারতচন্দ্রের কাব্যকে নূতনমঙ্গল বলা হয় কেন?

উত্তর। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতিকে মান্যতা দিয়েও ভারতচন্দ্র নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে বাকপটুতা, আলংকারিতা, প্রকৃতিচেতনা, রোমান্টিকতা, আধুনিকতা, বস্তুচেতনা, মানবতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যটিকে নূতন মঙ্গল বলা হয়।

৯৯। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি কে?

উত্তর। ময়ূরভট্ট। তবে কেউ কেউ মনে করেন রামাই পণ্ডিত।

১০০। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান দুই কাহিনির নাম লেখ।

উত্তর। রাজা হরিশচন্দ্র পালা এবং লাউসেন পালা।

১০১। ঘনরাম কোন্ মঙ্গলকাব্যের কবি? বাসস্থান / জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। বর্ধমানের কৃষ্ণপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১০২। বিজয় গুপ্ত কোন ভাষায় দক্ষ ছিলেন?

উত্তর। সংস্কৃত ভাষায় কবি বিজয় গুপ্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁর 'পদ্মাপুরাণ'-এর পৌরাণিক অংশ লক্ষ করলে তা স্পষ্ট হয়।

১০৩। বিজয়গুপ্তের কাব্যে মনসা ছাড়া আর কোন্ কোন্ দেবদেবীর নাম রয়েছে।

উত্তর। হরি, চণ্ডী।

১০৪। পতিনিন্দা কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা অংশ রয়েছে। যেমন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়।

১০৫। মঙ্গলকাব্যে সমন্বয়বাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে — দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর। 'হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর,
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্তবীর।" (অন্নদামঙ্গল)